Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৪ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

08 September 2025

খোলা কাগজ

আসন্ন ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটকেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা, অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ফারুক শাহ উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবি উপাচার্যের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন

আলোকিত ডেস্ক : ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ এবং নির্বিঘ্ন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ভোট কেন্দ্রে জগন্নাথ হলের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক প্রবেশ ও প্রস্থান পথ এবং শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক প্রবেশ ও প্রস্থান পথ তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত শনিবার এই ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. এসএম শামীম রেজা, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ফারুক শাহ উপস্থিত ছিলেন। সূত্রঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আমার দেশ

ডাকসু নির্বাচন

ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি রোববার পরিদর্শন করেন উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান © আমার দেশ

The Country Today

DUCSU election

DUCSU polls campaign concludes amid festivity

Staff Correspondent

Thirteen-day DUCSU election campaign has been ended at 11 pm tonight as thousands of students of the county's largest academia are waiting to elect their representatives amidst much enthusiasm.

Polling of Dhaka University Central Student Union (DUCSU)- 2025 is schedule to held on Tuesday while the election commission has said all preparations have been completed to ensure a free, fair, and peaceful election.

DUCSU election campaign observed diverse tactics and creativity as the candidates came up with new ideas to woo the voters and secured their votes in their favour.

The election commission has imposed all out ban on offering money, food or other kinds of facilities to the voters, many candidates came up with posters and leaflets designed to resemble Bangladeshi banknotes or US dollars in order to attract the attention of the voters.

To drag attention of the voters, candidate for the environment secretary was seen distributing tree-shape handouts and leaflets while ICT affairs secretaries prepared WiFi sign on posters.

The transport secretaries were seen distributing bus shape cards and handouts, a health affairs secretary made heart-shape posters, a carrier development secretary was seen distributing cat-shape leaflet, some designed the leaflets following the shapes of bookmarks, some printed credit-card like leaflets.

Some distributed legal-notice like posters while seeking votes, others made posters, leaflets and handouts and hand-held fans.

The election commission authority officially made the DUCSU campaign more engaging by arranging two-day public debates among the candidates for the vital posts. Jatiyatabadi Chhatra Dal, left-leaning parties, Shibir, Students against discrimination (BDSA) and an independent panel are vying in the election.

CA directs law enforcers to help ensure peaceful DUCSU polls

Staff Correspondent

Chief Adviser Professor Muhammad Yunus yesterday directed the law enforcement agencies to extend all-out cooperation to Dhaka University (DU) authorities to ensure a peaceful and festive atmosphere during the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) elections to be held on Tuesday.

He gave the directive while presiding over a high-level meeting at the State Guest House Jamuna in the city to review the law and order situation across the country. Chief Adviser's Press Secretary Shafiqul Alam revealed this information at a press briefing at the Foreign Service Academy here after the meeting.

"All-out cooperation should be extended to the university authorities so that the DUCSU elections can be held in a peaceful and festive environment," the press secretary quoted the Chief Adviser as saying.

Seperate entry, exist created at Physical Education polling centre for easy voting

DU Correspondent

Separate entry and exit routes have been created at Physical Education Centre polling station of the university for the students of Jagannath Hall, and separate entry and exit routes for the students of Shaheed Sergeant Zahurul Haque Hall and Salimullah Muslim Hall to simplify and ensure a smooth voting process in the Daksu and Hall Union elections. Dhaka University Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmad Khan

Continued to page 2

Seperate entry, exist

visited this polling station on Saturday.

At that time, Chief Returning Officer Prof Dr. Mohammad Jasim Uddin, Returning Officer Professor Dr. Golam Rabbani, Professor Dr. Kazi Maruful Islam, Professor Dr. S.M. Shamim Reza, Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmad, and Provost of Shaheed Sergeant Zahurul Haque Hall Professor Dr. Md. Faruk Shah were present.

প্রথম আলো

নির্বাচনের পরিবেশ শতভাগ ঠিক আছে

প্রচার, আচরণবিধি এবং নিরাপত্তা-প্রস্তুতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে *প্রথম আলো* কথা বলেছে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা **অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন**-এর সঙ্গে। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আসিফ হাওলাদার**।

জসীম উদ্দিন

প্রথম আলো : ভোটের প্রচার কেমন দেখলেন, আচরণবিধি মানার ব্যাপারে প্রার্থীদের আগ্রহ কতটা ছিল?

জসীম উদ্দিন : প্রার্থীরা পূর্ণ আনন্দ ও উদ্যম নিয়ে প্রচার চালিয়েছেন। একটা নির্বাচনের পরিবেশ যেমন হওয়ার কথা, সে রকমই হয়েছে। বড় ধরনের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। সব মিলিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ ১০০ ভাগ ওকে (ঠিক আছে)। সবকিছু ভালোই চলেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নির্বাচনের পরিবেশ শতভাগ ঠিক আছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ছোট ছোট কিছু অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ এসেছে। আমরা বসে সঙ্গে সঙ্গে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছি, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা জবাবও দিয়েছেন। সতর্ক করার পর তাঁরা বলেছেন, এ ধরনের ঘটনা আর দ্বিতীয়বার ঘটবে না।

প্রথম আলো : প্রার্থীদের অনেকেই সাইবার বুলিংয়ের শিকার হওয়ার অভিযোগ করেছেন। এসব ঘটনায় কী ব্যবস্থা নিলেন?

জসীম উদ্দিন : এটা কেউ চট করে বন্ধ করে দিতে পারেন না। এটা বন্ধ করতে গেলে একেবারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ মেটায় (ফেসবুকের পরিচালন প্রতিষ্ঠান) পাঠাতে হয়। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত আসতে ১৫ দিন থেকে এক মাস সময় লাগে। অবশ্য একটি ঘটনায় এক শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

আমাদের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে যেসব অভিযোগ (সাইবার বুলিংয়ের) এসেছে, সেগুলোর স্ক্রিনশটসহ একটি আবেদন বিটিআরসির চেয়ারম্যানের কাছে দিয়েছি। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, এগুলো তাঁরা পাঠাবেন (মেটার কাছে) এবং ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিএমপির সাইবার সেলকেও বলা হয়েছে। এ ছাড়া সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরাও একটা সেল করেছি।

প্রথম আলো : নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তা-প্রস্তুতি কেমন? আপনারা প্রথমে সেনাবাহিনীকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে মোতায়েনের কথা বলেছিলেন। পরে আবার সেখান থেকে সরে এলেন...

জসীম উদ্দিন : নির্বাচন ঘিরে কোনো ধরনের নিরাপত্তা-শঙ্কা নেই। তবে শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছে দুটি বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছিলেন। প্রথমত, হলের বাইরে ভোট হতে হবে। আমরা সেটা আমলে নিয়েছি। শিক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ভোটের সময় আট ঘণ্টা (সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত) করা হয়েছে। এমনকি চারটার সময় যদি কেউ ভোটকেন্দ্রের আঙিনায় থাকে, তাঁদের ভোট গ্রহণ করতে যদি পাঁচটাও বাজে, আমরা তাঁদের সেই অধিকার দেব।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমাদের বিএনসিসি, রোভার ও রেঞ্জাররা ভোটারদের লাইন ম্যানেজমেন্টে (ব্যবস্থাপনা) ও ভোটকেন্দ্রে থাকবেন। তাঁরা হলেন প্রাথমিক ডিফেন্স (প্রতিরক্ষা)। দ্বিতীয় হলো আমাদের প্রক্টরিয়াল বডি আর তৃতীয় হলো আমাদের শিক্ষকেরা। এর বাইরে আর নিরাপত্তার প্রয়োজন থাকার কথা নয়। আমরা প্রাথমিকভাবে এগুলোই চিন্তা করছি। পুলিশও থাকবে। কিন্তু আমরা আমাদের ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশকে কেন ব্যবহার করব? আমরা যদি দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের বলি যে 'গন্ডগোল করছ কেন, এটা তো তোমাদের ভোট, তোমরা শান্ত হয়ে যাও'; তাহলে তো আর পুলিশের প্রয়োজন হয় না।

আমরা স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনী মোতায়েনের কথা বলেছিলাম। যেহেতু সেনাবাহিনী এখন মাঠে আছে, পরিস্থিতি যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন সেনাবাহিনী ডাকতে পারি—এ কথাটা আমরা বলেছিলাম শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করার জন্য। কিন্তু এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি, আমরা প্রশাসনকেও কিছু বলিনি। এটা ছিল কেবল কথার কথা, বলার জন্য বলা। আমরা মনে করি, পুলিশ-আনসারসহ অন্য বাহিনীগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট। তবে তাদেরও আমাদের সীমানার বাইরে থাকার কথা বলেছি। ভেতরে বিএনসিসি-রোভার, প্রক্টরিয়াল বডি, শিক্ষক, নির্বাচন কমিশন—আমরাই যথেষ্ট। শিক্ষকদের কথা বাদ দিয়ে তো শিক্ষার্থীরা মারামারি করবে না।

প্রথম আলো : প্রতিবছর ডাকসু হোক, এমন প্রত্যাশা করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকে।

জসীম উদ্দিন : দেশ যখনই বিপদে পড়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তখন উদ্ধার করেছেন। বায়ান্নো, উনসত্তর, একাত্তর, নব্বই—সবক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। পরিশেষে চব্বিশেও বাংলাদেশকে তাঁরা একটা সঠিক পথে নিয়ে এসেছে। এবারের ডাকসু নির্বাচনে বিভিন্ন প্যানেল থেকে যাঁরা লড়ছেন, তাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করবেন। আমরা চাই, এভাবে প্রতিবছর ডাকসু নির্বাচন হোক, নেতৃত্ব তৈরি হোক। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটা যেভাবে বারবার বিপদে পড়ে, যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হলে এভাবে আর বিপদে পড়বে না।

প্রথম আলো : শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য ভোটারদের উদ্দেশে কিছু বলবেন?

জসীম উদ্দিন : আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা ঐতিহাসিকভাবে নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনের কথা বাদ দিলে ৩৫ বছর ধরে ডাকসুর ভোট থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত ছিলেন। এবার যে শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন, তাঁদের বেশির ভাগ নতুন ভোটার। আমি আশা করব, ছাত্রছাত্রীরা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিয়ে তাঁদের নেতা নির্বাচন করবেন। নির্বাচিতরা ছাত্রছাত্রীদের অধিকারের পক্ষে লড়াই করবেন। এই আবেদনটুকু আমি সব শিক্ষার্থী ও সব ছাত্রসংগঠনের প্রতি রাখছি। শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে যদি একটা মডেল তৈরি করা যায়, তাহলে সেই মডেলটা সারা বাংলাদেশ অনুসরণ করবে। রাকসু, চাকসু, জাকসু—সবাই ডাকসুর দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

জসীম উদ্দিন : আপনাকেও ধন্যবাদ।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৪ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

08 September 2025

কালের কণ্ঠ

ডাকসু নির্বাচনে শেষ দিনে প্রচার

ছবি : কালের কণ্ঠ

ঢাবিতে উৎসবের আমেজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

প্রথম আলো

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

ডাকসু নির্বাচনে প্রচার-প্রচারণার শেষ দিন ছিল গতকাল। উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল ক্যাম্পাসজুড়ে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বরে। প্রথম আলো

শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রত্যাশা শিক্ষার্থীদের

ডাকসু নির্বাচন

দখলদারত্ব, নির্যাতন-নিপীড়ন ও পেশিশক্তিনির্ভর রাজনীতিকে চিরতরে বিদায় করতে নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন চান শিক্ষার্থীরা।

- নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের গুজবে কান না দিতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান।
- বিভিন্ন প্যানেলের ইশতেহারে গণরুম-গেস্টরুম সংস্কৃতির স্থায়ী অবসানের প্রতিশ্রুতি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর প্রচার চলেছে গত ১৩ দিন। এই সময়ে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বড় কোনো অভিযোগ ওঠেনি। নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রার্থীরা। তাঁরা আরও বলেছেন, সব সময় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবেন। ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচনকে ঘিরে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির এমন পরিবেশ ভোট গ্রহণ থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত বজায় থাকুক, এমন প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শেষ হয়েছে গতকাল রোববার। গত ২৬ আগস্ট থেকে শুরু হয় প্রচার। ভোট গ্রহণ করা হবে আগামীকাল মঙ্গলবার।

ভোটের প্রচারের শেষ দিনে গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় শপথ পাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছাত্রদলের প্যানেল। সেখানে ডাকসুর ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাত্রদলের প্রার্থীরা ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ১৮টি হল সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সংগঠনটির প্রার্থীরাও। সব মিলিয়ে ছাত্রদলের ২০৫ জন প্রার্থী আটটি বিষয়ে শপথ নেন। শপথ পাঠ করান ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।

ডাকসুতে নির্বাচিত হলে রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে আচরণে গণতান্ত্রিক মনোভাবের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

» ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে আরও খবর ও ছবি পৃষ্ঠা ৩

শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রত্যাশা শিক্ষার্থীদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিফলন ঘটানোর শপথ নিয়েছেন ছাত্রদলের প্রার্থীরা। শপথের প্রথম দফায় বলা হয়, ফ্যাসিবাদী শাসনামলের ঘৃণিত গণরুম প্রথা, গেস্টরুম নির্যাতন, জোরপূর্বক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য বাধ্য করানো, ভিন্নমতের জন্য অত্যাচার-নিপীড়ন চালানোর যে রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যেকোনো মূল্যে ক্যাম্পাসে তা আর কখনো ফিরে আসতে দেওয়া হবে না।

প্রচারের শেষ দিনে গতকাল দুপুরে হুইলচেয়ারে করে মধুর ক্যানটিনের সামনে নিজ প্যানেলের সংবাদ সম্মেলনে যোগ দেন জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু। তিনি হাসপাতাল থেকে সরাসরি ক্যাম্পাসে আসেন। বামপন্থী সাতটি ছাত্রসংগঠন সমর্থিত প্যানেল 'প্রতিরোধ পর্ষদ' প্যানেলের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু সব ভোটারকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারা ভোট দিতে এলে এখানে স্বাধীনতাবিরোধীরা একটা পোস্টেও জিতে আসতে পারবে না।'

গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ-সমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ গতকাল বিকেলে মধুর ক্যানটিনে সংবাদ সম্মেলন করেছে। সেখানে এই প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের বলেন, যাঁরা খাওয়াচ্ছেন বা টাকা খরচ করছেন, তাঁদের দেখে শিক্ষার্থীরা যেন প্রভাবিত না হন। তিনি আরও বলেন, 'আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বাংলাদেশের বিবেক। আপনার ভোট আপনার বিবেক দিয়ে দিন। কে অতীতে আপনার জন্য লড়েছে, কে আপনার সমস্যায় পাশে দাঁড়িয়েছে, তা দেখে সিদ্ধান্ত নিন।'

ছাত্রশিবির-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের প্রার্থীরা গতকাল ক্যাম্পাসে প্রচারপত্র বিলি করেছে। রাত ১০টার দিকে মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেন তাঁরা। সেখানে এই প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ বলেন, সব দল-মতের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাঁরা স্বপ্নের ক্যাম্পাস গড়তে চান।

অন্যদিকে উমামা ফাতেমার নেতৃত্বাধীন 'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' প্যানেলের প্রার্থীরাও গতকাল সকাল থেকে প্রচার চালিয়েছেন। আর প্রচারের শেষ দিনে ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে বামপন্থী তিনটি ছাত্রসংগঠন সমর্থিত প্যানেল 'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪'। মিছিল করেছেন আরও একটি প্যানেলের প্রার্থীরা।

এ ছাড়া গতকাল বিকেলে ক্যাম্পাসের কলাভবনের সামনে ঐতিহাসিক বটতলায় 'ডাকসু প্রার্থীদের ভাবনা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মুক্তির লড়াই' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। এই আলোচনায় অংশ নিয়ে ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যত বড় বড় অর্জন সেটা পানি পান করিয়ে, লাইব্রেরিতে বই দিয়ে বা ডাইনিংয়ের খাবারের মান উন্নত করে আসেনি। এসেছে সমাজের মুক্তির আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে।

একই অনুষ্ঠানে ডাকসুর সাবেক জিএস মুশতাক হোসেন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্রসংগঠন অতীতে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করেছে, শিক্ষার্থীরা তাদের গ্রহণ করেনি।

আচরণবিধি

প্রচারের ক্ষেত্রে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি অনুযায়ী, প্রার্থীরা ভোটারদের কোনো ধরনের উপঢৌকন বা বকশিশ দিতে পারবেন না। প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ভোটারদের জন্য পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করা যাবে না। তবে কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা, বিশেষ করে কনিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের আশপাশের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় দুপুর ও রাতের খাবার খাইয়েছেন, এমন আলোচনা ক্যাম্পাসে আছে। অবশ্য এ নিয়ে কেউ নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক কোনো অভিযোগ করেননি।

এবারের ডাকসু নির্বাচন ঘিরে সাইবার বুলিংয়ের অভিযোগ সবচেয়ে বেশি উঠেছে। এসব ঘটনায় বিটিআরসিসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সহযোগিতা নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। একজন নারী প্রার্থীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থী আলী হুসেনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রচারের শেষ দিকে এসে একটি অভিযোগ উঠেছে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নম্বরে ফোন করে নির্দিষ্ট প্যানেলের পক্ষে ভোট চাইছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতারা। প্রকাশ্যে এমন অভিযোগ বেশি এসেছে ছাত্রদল ও বিএনপির বিরুদ্ধে। এ নিয়ে কয়েকজন ছাত্রী ফেসবুকে প্রশ্ন তুলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁদের মুঠোফোন নম্বর বাইরের লোকদের হাতে তুলে দিয়েছে কি না। তবে নির্বাচন কমিশন গতকাল এক ব্রিফিংয়ে বলেছে, তারা কাউকে শিক্ষার্থীদের তথ্য সরবরাহ করেনি।

প্রচারের শেষ দিনে গতকাল দুজন শিক্ষক ও ১২ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। ডাকসু নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে হয়, সেই প্রত্যাশা রেখে তাঁরা বলেন, এই নির্বাচন নিয়মিত হতে হবে। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পরিবর্তন আসবে। দখলদারত্ব, নির্যাতন-নিপীড়ন ও পেশিশক্তিনির্ভর রাজনীতিকে চিরতরে বিদায় করতে হলে এর বিকল্প নেই।

ইশতেহারে নানা প্রতিশ্রুতি

ডাকসু নির্বাচনে জিতলে শিক্ষার্থীদের জন্য কী কী করবে, তা ইশতেহার আকারে প্রকাশ করেছে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও স্বতন্ত্র প্যানেলগুলো। স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া ব্যক্তিরাও আলাদাভাবে ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। এসব ইশতেহারে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণরুম-গেস্টরুম সংস্কৃতির স্থায়ী অবসানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের আবাসন, খাদ্য ও পরিবহন সমস্যার সমাধান, রেজিস্ট্রার ভবনে ভোগান্তির অবসানের জন্য ডিজিটালাইজেশন, ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রের মানোন্নয়নসহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রার্থীরা।

ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল ১০ দফা ইশতেহার প্রকাশ করেছে। এর প্রথম দফায় শিক্ষা ও গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিক, আনন্দময় ও নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। গেস্টরুম-গণরুম সংস্কৃতি, জোরপূর্বক রাজনৈতিক কর্মসূচি ও দমন-পীড়নের মতো ঘৃণিত চর্চা বন্ধ করে ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলদারত্ব থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ছাত্রদল। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করতে কাজ করার কথাও বলেছে তারা।

শিবিরের প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট ৩৬ দফা ইশতেহার দিয়েছে। তাদের প্রথম দফা হলো ডাকসু নির্বাচনকে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবছর নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করা। তাদের দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি—ক্যাম্পাসকে ফ্যাসিবাদের দোসরমুক্ত করা। শিক্ষার্থীদের বৈধ সিট এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য নিশ্চিত করার কথাও বলেছে তারা।

আট দফার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ-সমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা এবং ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রথম অগ্রাধিকারে রেখেছে তারা। এ ছাড়া আবাসিক হলে গেস্টরুম-গণরুম সংস্কৃতি চিরতরে মুছে ফেলার অঙ্গীকার করেছে তারা। নারীদের জন্য বিশেষ সাইবার নিরাপত্তা সেল গঠন ও আইনি সহায়তা দেওয়া, 'ওয়ান কার্ড অল সার্ভিস'-এর মাধ্যমে পাঠাগারসুবিধা, স্বাস্থ্য ও পরিবহনসেবাসহ বেশ কিছু বিষয় তাদের ইশতেহারে রয়েছে।

১১ দফা ইশতেহার দিয়েছে উমামা ফাতেমার 'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' প্যানেল। শতভাগ আবাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যায্য বেতনে পার্টটাইম (খণ্ডকালীন) চাকরির সুযোগ তৈরি করা এবং নারী শিক্ষার্থীদের হলে প্রবেশের সময়সীমা বাড়ানোসহ নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই প্যানেল।

বামপন্থী সাত সংগঠনের প্রতিরোধ পর্ষদ ১৮ দফা ইশতেহার দিয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণায় অগ্রাধিকার, সব হলে সন্ত্রাস-দখলদারি বন্ধ করা, নারীবান্ধব ক্যাম্পাস, হলগুলোতে ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্যানটিনের পরিবর্তে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ক্যাফেটেরিয়া চালু করার কথা বলেছে তারা।

আগামীকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে। ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন ৪৭১ জন। আর ১৮টি হল সংসদে নির্বাচন হবে ১৩টি করে পদে। হল সংসদের ২৩৪টি পদের জন্য প্রার্থী হয়েছেন ১ হাজার ৩৫ জন শিক্ষার্থী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে গতকাল বিকেলে এক ব্রিফিংয়ে ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, গুজব একটি সামাজিক ব্যাধি। কোনো ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু চারদিকে গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের গুজব হতে পারে—অমুক প্রার্থী চলে গেছে, অমুক প্রার্থী আরেকজনকে সমর্থন করছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন ঘিরে কোনো ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Business Standard

08-09-2025

On the final day of campaigning on Sunday, Ducsu candidates distribute leaflets among students ahead of the elections. Students are scheduled to vote on 9 September for 28 Ducsu positions and 13 hall union posts. PHOTO: RAJIB DHAR

Curtain falls on Ducsu campaign in festive spirit

STUDENTS' UNION – DHAKA

TBS REPORT

On the final day of campaigning for the Dhaka University Central Students' Union (Ducsu) and hall union elections, candidates were active across the campus with their respective panel programmes and promises.

Showing creative talent, candidates distributed flyers themed after legal notices, dollar and taka bills, bookmarks, playing cards and even Gen-Z pop culture elements in a bid to draw attention.

The campus was flooded with campaign materials, some of which students were collecting as souvenirs due to their unique designs.

Iraj Nur Chowdhury, a fourth-year student of the Department of Mass Communication and Journalism, told The Business Standard, "Compared to previous days, there was much greater excitement today since it is the last day of campaigning. In my four years at the university, I've rarely seen such a festive atmosphere."

SEE PAGE 6 COL 4

Amid the Dhaka University Central Students' Union (Ducsu) election, Meghmallar Basu, the general secretary candidate from the 'Protirodh Porshad' panel, conducts the last-minute campaign despite being unwell. PHOTO: UNB

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

Curtain falls on Ducsu campaign in festive spirit

CONTINUED FROM PAGE 5

JCD candidates take oath

Candidates from the Jatiyatabadi Chhatra Dal (JCD)-backed panel formally took oath in the afternoon yesterday. The ceremony took place around 1:15pm at the historic Bot Tola beside the Arts Building.

Present at the event were JCD President Rakibul Islam Rakib, DU unit President Ganesh Chandra Roy Sahas, and General Secretary Nahiduzzaman Shipon. The students recited an eight-point pledge, including ensuring a safe, inclusive, and repression-free campus.

Later in the afternoon, JCD-backed GS candidate Sheikh Tanvir Bari Hamim told TBS, "The election atmosphere seems good so far, though there are some concerns. But since the election is only a day away, I don't want to alarm students. I hope they can cast their votes in a festive and joyful environment."

Meghmallar back to campaigns, straight from hospital

Meghmallar Basu, GS candidate from the panel Pratirodh Parshad, joined a press conference at Madhur Canteen after being released from hospital, arriving in a wheelchair.

Calling on non-residential students to cast their votes, he said, "Vote for whoever you want, but do come and vote. If you do, none of the current equations will hold. If you come to vote, anti-liberation forces won't be able to win a single post."

Later in the evening, he told TBS, "I campaigned for about half an hour to an hour. I've seen enthusiasm among students about voting, but how many actually come out to vote remains uncertain."

Independent candidates also active

Independent candidates were also active on the last day.

Jamaluddin Muhammad Khalid, VP candidate from the Combined Student Union panel, was seen campaigning at VC Chattar and the Central Library.

On Facebook, he wrote, "To[...] day's feedback has made me ver[...] hopeful. Inshallah, the numbers o[...] the ground will prove wrong all th[...] floating assumptions."

Al Sadi Bhuiyan, GS candidat[...] from the independent Student Unit[...] panel (Umama-Sadi), campaigned [...] TSC in the evening.

Candidates for hall unions we[...] equally active. In the evening, visi[...] to AF Rahman Hall, Mohsin Ha[...] Surya Sen Hall, and Bijoy Ekatt[...] Hall showed candidates going roo[...] to room for last-minute canvassin[...] They were also seen distributi[...] leaflets at the hall gates.

At 8pm in AF Rahman Hall, ca[...] didates from various panels and [...] dependent contenders could be se[...] moving door to door seeking votes.

Independent GS candidate for [...] Rahman Hall, Ashikul Hoque Ri[...] told TBS, "I'm visiting every ro[...] in these final moments, seeking a[...] vice from well-wishers. I'm meeti[...] juniors to maintain our ground ar[...] addressing my shortcomings. Sin[...] regional factors also play a role in ha[...] elections, tonight I plan to sit with students from different districts."

Booth numbers increased

At a regular press briefing yesterday afternoon at Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban, Chief Returning Officer Professor Jasim Uddin said concerns had been raised about booth numbers. Initially there were 710 booths across eight centres, but this has now been increased to 810 to prevent inconvenience for both residential and non-residential voters.

He urged students not to pay heed to rumours, "If you hear anything, contact the returning officers' office directly. Follow the university's official Facebook page and website. Don't believe rumours."

Professor Jasim Uddin added that reports had surfaced about fake ID cards being prepared for use in voting lines. Measures have been taken to verify identities at polling centres, and anyone caught will be handed over to police. Legitimate voters, however, will be able to vote smoothly.

On campaign violations, Professor Golam Rabbani, convener of the Ducsu code of conduct taskforce, said, "From the beginning of campaigning until now, we've acted on every complaint. Some were addressed verbally or by phone, others in writing, and in two cases we took punitive measures."

This year, Ducsu has a total of 39,874 registered voters. Students will cast their ballots tomorrow from 8am to 4pm. They will elect candidates for 41 posts in total – 28 in the central union and 13 across the hall unions.

প্রতিদিনের সংবাদ

ডাকসু হচ্ছে দেশের 'দ্বিতীয় সংসদ'

● নাজমুল হাসান, ঢাবি

■ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ●

অনিয়মের শঙ্কায় শিক্ষক নেটওয়ার্কের ১০ দাবি

● ঢাবি প্রতিনিধি

■ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

অনিয়মের শঙ্কায়

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডাকসু হচ্ছে দেশের 'দ্বিতীয় সংসদ'

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কালবেলা

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

প্রচারের শেষ দিন রোববার ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ›› কালবেলা

ঢাবি ক্যাম্পাসে রোববার প্রচার চালান ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ›› কালবেলা

ঢাবি ক্যাম্পাসে রোববার স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমার প্রচার ›› কালবেলা

হাসপাতাল থেকে ফিরে হুইল চেয়ারে করে প্রচারে অংশ নেন ডাকসুর জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু ›› কালবেলা

ঢাবি ক্যাম্পাসে রোববার অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪ প্যানেলের প্রচার ›› কালবেলা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রোববার রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা করা হয় ›› কালবেলা

শেষ কয়েক ঘণ্টার প্রচারে ব্যস্ত সময় পার প্রার্থীদের

ডাকসু নির্বাচন কাল

কালবেলা প্রতিবেদক ››

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদের এবারের নির্বাচনে প্রচারের শেষ দিন ছিল গতকাল রোববার।

দেশ রুপান্তর

গতকাল শপথবাক্য পাঠ করেন ছাত্রদল সমর্থিত আবিদ-হামিম-মায়েদ পরিষদ প্রার্থীরা

প্রচার চালান স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা

শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েমের প্রচারণা

প্রচারণা চালান প্রতিরোধ পর্ষদের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু ■ মারুফ রহমান

ডাকসুর বাঁশি বাজবে কাল

প্রচার-প্রচারণা শেষ

- ভোট দেবেন ৩৯ হাজার ৭৭৫ শিক্ষার্থী
- ৮ কেন্দ্রে ৮১০ বুথে ভোটগ্রহণ

এইচ এম খালিদ হাসান, ঢাবি

ছয় বছর পর আবারও ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে যাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীরা। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রচার ও প্রচারণা। আগামীকাল মঙ্গলবার ভোটের দিন। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে বরাবরই সরগরম হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সারা দেশ। ডাকসু নির্বাচন নির্দলীয় হলেও নির্বাচনে অবধারিতভাবেই দলীয় আবরণ বা ছায়া থাকে। গত কয়েক দিন ডাকসু নির্বাচন ঘিরে নানা ঘটনা আর নাটকীয়তা ছিল। এক প্রার্থীর বিরুদ্ধে রিট করার পর হাইকোর্টে ডাকসু নির্বাচন স্থগিত, একই দিন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত পরে আপিল বিভাগের আদেশের পর দূর হয় নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা। এ ছাড়া প্রার্থীদের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার, প্রচারে আচরণবিধি লঙ্ঘনের মতো আলোচনার সব উপাদানই আছে এবারের ডাকসু নির্বাচনে। এবারের নির্বাচনটি হচ্ছে একটু ভিন্ন পরিস্থিতিতে। যেখানে গত বছর জুলাই-আগস্টে রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পতন ঘটে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনের এবং এই গণআন্দোলনে ঢাবির শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ছিল বরাবরের মতোই উল্লেখ্য। আরেকটি উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ এবারের নির্বাচনী মাঠে নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এখন পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচন হয়েছে ৩৭ বার। এবারের নির্বাচন হচ্ছে ৩৮তম বারের মতো। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচন হয়। তবে সে নির্বাচনও হয় উচ্চ আদালতের রায়ের পর। ওই

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ >

ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের শপথ

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন সামনে রেখে প্রচারের শেষ দিনে পূর্বঘোষিত ইশতেহারের আদলে শপথ পাঠ করেছে ছাত্রদল সমর্থিত আবিদ-হামিম-মায়েদ প্যানেল। শপথে নিরাপদ নারীবান্ধব ক্যাম্পাস, শিক্ষার্থীদের আসন নিশ্চিত, গেস্টরুম-গণরুম প্রথা ফিরে না আসা, পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত ও সহাবস্থানে সুস্থ রাজনীতির অঙ্গীকার করেন প্যানেল সমর্থিত প্রার্থীরা। গতকাল রবিবার দুপুর

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২ >

শেষ দিনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট বাড়াতে আচরণবিধি লঙ্ঘনের 'প্রতিযোগিতা' চলছে প্রার্থীদের মধ্যে। বিশেষ করে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর সমর্থিত প্যানেল এবং কিছু স্বতন্ত্র প্রার্থী হামেশাই আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ভোট টানতে শিক্ষার্থীদের পেছনে টাকা খরচ ও উপঢৌকন দেওয়ার মতো অভিযোগও রয়েছে। প্রচার-প্রচারণার শুরুর দিকে

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ >

ডাকসুর বাঁশি বাজবে কাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনে ভিপি (সহসভাপতি) হন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নুরুল হক নুর এবং জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) গোলাম রব্বানী নির্বাচিত হন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ভিপি নির্বাচিত হন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এবং জিএস পদে নির্বাচিত হন মাহবুবুর জামান। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ১৯ বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও হয় মাত্র ৭ বার। এরপর ১৯৯১ সালের পর থেকে ডাকসু নির্বাচন যেন অতীত হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন, বিক্ষোভ, ধর্মঘট করে ডাকসু নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। এরপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার হওয়ার ২০১৯ সালে হাইকোর্টের একটি রায়ে ডাকসু নির্বাচনের পথ খোলে। তবে, সে নির্বাচনের ছাত্রলীগের বাড়াবাড়ির বিষয় নিয়ে অভিযোগ ছিল।

গতকাল রবিবার ছিল ডাকসু নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণার শেষ দিন। দিনভর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস জুড়ে ছিল প্রার্থীদের সরব উপস্থিতি ও কর্মীদের সরগরম পদচারণা। প্রতিটি প্যানেলের প্রার্থীরা নিজেদের ইশতেহার তুলে ধরতে শিক্ষার্থীদের কাছে ছুটে যান। প্রার্থীদের লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ভোট চাইতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, মধুর ক্যান্টিন, বিভিন্ন অনুষদ ভবন ও হলগুলোতে ছিল প্রার্থীদের ব্যাপক তৎপরতা।

এবারের নির্বাচনে ডাকসুর ২৮টি পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এর মধ্যে নারী প্রার্থী ৬২ জন। সহসভাপতি (ভিপি) পদে ৪৫, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ২৫ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ৬২ নারী প্রার্থীর মধ্যে ভিপি পদে ৫, জিএস পদে ১, এজিএস পদে ৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এবারের নির্বাচনে ভোটার ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭৩ এবং ছাত্রী ১৮ হাজার ৯০২ জন। নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, ৮টি কেন্দ্রের ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ হবে। সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (৮ ঘণ্টা) ভোটগ্রহণের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বিকেল ৪টার মধ্যে ভোটকেন্দ্রের লাইনে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীরা ভোট দিতে পারবেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান চিফ রিটার্নিং অফিসারের : ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে কোনো ধরনের গুজবে কান না দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভোটকেন্দ্রে আসার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। গতকাল বিকেলে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয়ের সামনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে অধ্যাপক জসীম উদ্দিন এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'গুজব একটি সামাজিক ব্যাধি। কোনো ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু চারদিকে গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন ঘিরে কোনো ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। কোনো গুজব ছড়ালে সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয়ের যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ, ওয়েবসাইটে খোঁজ রাখবেন।'

৮ কেন্দ্রের ৮১০ বুথে হবে ভোটগ্রহণ : ভোটকেন্দ্রে বুথ সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে জানিয়ে অধ্যাপক জসীম উদ্দিন বলেন, 'বুথ সংখ্যা নিয়ে নির্বাচনের বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে শঙ্কা ছিল। আগে ৮ কেন্দ্রে ৭১০ বুথ ছিল। পরে সেটি বাড়িয়ে ৮১০ করা হয়েছে, যাতে আবাসিক-অনাবাসিক ভোটারদের কোনোভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হতে না হয়। প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, নকল পরিচয়পত্র তৈরি করে ভোটের লাইনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে আমাদের কাছে সংবাদ আসছে। তাদের প্রতিহত করতে পরিচয় নিশ্চিত করে ভোটকেন্দ্রে ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কেউ ধরা পড়ে, তাকে সরাসরি পুলিশে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা ভোট দেবেন 'ব্রেইল' পদ্ধতিতে : ডাকসু নির্বাচনে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরাও ভোট দেবেন। তারা ভোট দেবেন ব্রেইল পদ্ধতিতে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভোট ব্যবস্থা করা হয়েছে উল্লেখ করে রিটার্নিং কর্মকর্তা সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর বলেন, 'যেসব শিক্ষার্থীর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং যারা ব্রেইল পড়তে পারেন, তাদের জন্য প্রথমবারের মতো আমরা ব্রেইল পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার ছাপিয়েছি।'

ঢাবি প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে হয়, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ নির্দেশনা দেওয়া হয় বলে জানান তিনি।

নির্বাচন নিয়ে ১০ প্রস্তাব ইউটিএলের : ডাকসু নির্বাচন নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ আয়োজন করতে ১০ প্রস্তাব দিয়েছে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল)। গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয়তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং অফিসারের অফিস কার্যালয় রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানীর কাছে এ প্রস্তাবগুলো দেওয়া হয়। ১০ প্রস্তাব হলো– ভুয়া ভোটার ও জাল ভোট রোধ; ওএমআর মেশিনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ; কেন্দ্রভিত্তিক ফল ঘোষণা; আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ; নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা; ক্যাম্পাস নিরাপত্তাব্যবস্থা; প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি; প্রচারণা ও গণআস্থা; নির্বাচনকালীন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তা কেন্দ্র এবং ফল প্রকাশ ও পরবর্তী শৃঙ্খলা।

নির্বাচনে অনিয়মের আশঙ্কা শিক্ষক নেটওয়ার্কের : ডাকসু নির্বাচন ঘিরে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার আশঙ্কা প্রকাশ করে ১০ দফা সতর্কতামূলক দাবি জানিয়ে গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত দাবিগুলো হলো– প্রবেশপথ বন্ধ না করে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে, কারা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবে তা প্রকাশ; নারী শিক্ষার্থীদের পরিচয় যাচাইয়ে নারী শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত; পোলিং অফিসার নিয়োগে স্বচ্ছতা আনা; ভোটগ্রহণের সময় বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাড়ানো; পোলিং এজেন্টদের ভেতরে থাকার সুযোগ নিশ্চিত; গণমাধ্যমকর্মী ও পোলিং এজেন্টদের জন্য গাইডলাইন প্রকাশ; বুথের বাইরে লাইন ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক ও অফিসার নিয়োগ; গুজব বা ভুয়া তথ্য ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থার মতো দাবি জানায় সংগঠনটি। এ ছাড়া পর্যবেক্ষক ও এজেন্টদের জন্য বিশ্রামকক্ষ রাখা, অস্বচ্ছতার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে জবাবদিহির মতো ব্যবস্থা রাখারও দাবি জানায় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

ছাত্রদলকে সমর্থন জানিয়ে সরে গেলেন ভিপি প্রার্থী : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেলকে সমর্থন জানিয়ে হল সংসদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এক প্রার্থী। গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলের ভিপিপ্রার্থী মাসুম বিল্লাল। সংবাদ সম্মেলনে মাসুম বলেন, 'আমি আমার অবস্থান থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। আমি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছি। আমি জানি কর্মীর চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ।'

আজ বিকেল থেকে বন্ধ হচ্ছে ঢাবি মেট্রো স্টেশন : ডাকসু নির্বাচন ঘিরে আজ সোমবার বিকেল থেকে বন্ধ হচ্ছে ঢাবি মেট্রো স্টেশন। এদিন বিকেল ৪টা থেকে ও ৯ সেপ্টেম্বর পুরো দিন স্টেশন বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে মেট্রোরেল পরিচালনাকারী কোম্পানি ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। ডিএমটিসিএলের এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনসংলগ্ন যাতায়াতের জন্য বিকল্প পন্থা অবলম্বন করার আহ্বান জানানো হয়।

রাত ৮টার পর বন্ধ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রবেশপথ : ডাকসু নির্বাচন ঘিরে আজ সোমবার রাত ৮টা থেকে টানা ৩৪ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রবেশপথ সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে, যা আগামী বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ থেকে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ (শাহবাগ, পলাশী, দোয়েল চত্বর, শিববাড়ী ক্রসিং, ফুলার রোড, উদয়ন স্কুল ও নীলক্ষেত) সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ আইডি কার্ডধারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রবেশ করতে পারবেন। এ ছাড়া শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা নিজ নিজ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিচয়পত্রের ফটোকপি দেখিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত ও জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন (অ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসক, রোগী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সাংবাদিক ও ফায়ার সার্ভিসের যানবাহন) ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না।

জরিপে শিবির এগিয়ে : এদিকে ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের ভোট নিয়ে পরিচালিত সাম্প্রতিক জরিপগুলোয় উঠে এসেছে নির্বাচনী জয়-পরাজয়ের ইঙ্গিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ, 'ন্যারেটিভ' ও 'সোচ্চার টর্চার ওয়াচডগ বাংলাদেশ'র পৃথক তিনটি জরিপেই দেখা যায় ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের অবস্থান সবার ওপরে। তবে জরিপের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। বলা হচ্ছে, দুটি জরিপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে শিবির। তবে, এ অভিযোগ নাকচ করেছে শিবির। অন্যদিকে প্রার্থীরা বলছেন, এসব জরিপ একপক্ষীয় ও ভোটারদের প্রভাবিত করতে করা হয়েছে। এসবের সত্যতা ভোটের মাঠে নেই।

ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে এই শপথ হয়। শপথ পাঠ অনুষ্ঠানে সব হল সংসদ ও কেন্দ্রীয় সংসদের প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। শপথ পাঠে ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের প্রার্থীরা বুকে হাত রেখে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা করেন। তারা বলেন, আমরা শপথ করছি যে, প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য একটি আনন্দময়, বসবাসযোগ্য এবং নিরাপদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলের ঘৃণিত গণরুম প্রথা, গেস্টরুম নির্যাতন, জোরপূর্বক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য বাধ্য করানো এবং ভিন্নমতের জন্য অত্যাচার ও নিপীড়ন চালানোর যে রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যেকোনো মূল্যে ক্যাম্পাসে তা আর কখনো ফিরে আসতে দেব না। তারা বলেন, যেভাবে আমরা বিগত দেড় দশকের ফ্যাসিবাদী শাসনামলের চূড়ান্ত লড়াইয়ে ২০২৪-এর জুলাইয়ের রক্তঝরা দিনগুলোতে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, যেভাবে আমাদের অগ্রজরা ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যেভাবে তারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যেভাবে আমাদের পূর্বসূরিরা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও সাতচল্লিশের দেশভাগের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন; ঠিক একইভাবে ভবিষ্যতে যদি দেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কিংবা জনগণের মুক্তির পথ আবারও কোনো কালো শক্তির দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সেই অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

প্রার্থীরা আরও বলেন, আমাদের বোনদের তথা নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে একটি নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক এবং সুরক্ষিত এলাকায় পরিণত করব, যেখানে তাদের জন্য নিরাপদ আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হবে। হলগুলোতে প্রশাসনের মাধ্যমে বৈধ সিটের ব্যবস্থা, সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সহজ-সুবিধাজনক পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

শপথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনলাইনে সুরক্ষা প্রদান, সাইবার বুলিং, মিসইনফরমেশন, ডিসইনফরমেশন ও ফেক নিউজসহ অনলাইনভিত্তিক সব ধরনের অপতৎপরতা রুখে দিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেন। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আধুনিক ও মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও পড়াশোনার পরিবেশের মানোন্নয়ন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনমূলক কার্যক্রমগুলো গতিশীল করতে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে বলে জানান ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থীরা।

প্রার্থীরা আরও অঙ্গীকার করে বলেন, ডাকসুর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলে, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশে শিষ্টাচার, সৌজন্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ও আচরণে সর্বদা সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিফলন ঘটাবেন তারা।

শেষ দিনে আচরণবিধি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে পড়ার টেবিলে প্রচারণা থেকে শুরু করে, শেষের দিকে ছাত্রশিবির সমর্থিত সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী এসএম ফরহাদের বিরুদ্ধে ক্লাসরুমে গিয়ে প্রচারণাসহ শিক্ষার্থীদের ভোট আদায়ে ব্যাপকভাবে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে।

টাকা ছড়াছড়ির অভিযোগ : এবারের ডাকসু নির্বাচনে ভোট টানতে প্রার্থীরা ব্যাপক টাকার ছড়াছড়ি করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ অভিযোগটি বেশি উঠছে কয়েকটি দলীয় ছাত্র সংগঠন ও কতিপয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর দিকে। শিক্ষার্থীদের হলে এবং হলের বাইরে খাওয়ানো, টাকা দেওয়া থেকে শুরু করে উপঢৌকন দিয়ে ভোট আদায় করছেন বলে অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরেজমিন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ ক্যান্টিন, ক্যাম্পাসের প্রবেশদ্বারের কাছেই পুরান ঢাকার নাজিরাবাজার, স্টার কাবাব, চানখাঁরপুল, বকশীবাজার, বুয়েট ক্যান্টিন, নীলক্ষেতের মামা হোটেল প্রার্থী ও ভোটারদের আনাগোনায় মুখরিত। প্রার্থীরা এসব হোটেলে অনেক ভোটারর নিয়ে ভোজের ব্যবস্থা করছেন। ডাকসু আচরণবিধি ৯ এর (খ) অনুচ্ছেদ মতে, নির্বাচনী প্রচার চলাকালে ও নির্বাচনের দিন ভোটারদের কোনোরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করা যাবে না। নাম না প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী দেশ রূপান্তরকে বলেন, প্রার্থীরা ইচ্ছেমতো টাকা খরচ করছেন। ভোটারদের রাত হলেই খাওয়ানোর জন্য নাজিরাবাজার নিয়ে যাচ্ছেন। কেউ আচরণবিধির তোয়াক্কা করছেন না। এ অভিযোগের বিষয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের একাধিক প্রার্থীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা অভিযোগ অস্বীকার করে পরস্পরকে দোষারোপ করেন।

ভোট চেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে স্থানীয় নেতাদের ফোন : ডাকসু নির্বাচন কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরে নিজেদের গ্রাম থেকে ফোনকলে পছন্দের প্রার্থীদের জন্য ভোট চাইছেন স্থানীয়রা। এসব অনুরোধে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছেন শিক্ষার্থীরা। অভিযোগ উঠেছে, বিএনপি ও স্থানীয় ছাত্রদল নেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া স্থানীয় কিছু শিক্ষার্থীর নম্বর সংগ্রহ করে আবিদুল ইসলাম খান এবং তার প্যানেলের পক্ষে ভোট চাইছেন। এ নিয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীদের 'নিরাপত্তা শঙ্কা' উল্লেখ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিতে দেখা যায়। তারা বলেন, 'আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? স্থানীয় নেতারা আমাদের নাম্বার পেয়ে গেছেন, বাসায় পৌঁছে গেছেন। আমরা শঙ্কা বোধ করছি।' এদিকে, দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে 'অযাচিতভাবে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর কাছে ভোট চাওয়ায় ছাত্রদলের খুলনা জেলার অধীন পূর্ব রূপসা থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ইমতিয়াজ আলী সুজনকে সব সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা করেছে দলটি। এ ছাড়া ছাত্রশিবির পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষার্থীদের সংরক্ষিত যোগাযোগ নাম্বার ব্যবহার করে ভোট চাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এ বিষয়ে শিবির সমর্থিত কোনো প্রার্থীর মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ বামপন্থি দুই প্যানেলের বিরুদ্ধে : ডাকসু নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে বামপন্থি জোট সমর্থিত 'প্রতিরোধ পর্ষদ' ও তিনটি সংগঠন সমর্থিত 'অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪' প্যানেলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, নির্বাচন কমিশনের অনুমতি না নিয়ে আচরণবিধির তোয়াক্কা না করে মাইক ব্যবহার ও রঙিন ব্যানার নিয়ে মিছিল করেন তারা। গতকাল রবিবার দুপুরে অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪' প্যানেলের প্রার্থীরা মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেন। সন্ধ্যায় প্রতিরোধ পর্ষদ মিছিল করে। মিছিলে উভয় প্যানেলের প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। ডাকসু আচরণবিধি ধারা ৬ এর (ক) অনুচ্ছেদ মতে, কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কোনো সভা/সমাবেশ/শোভাযাত্রা করতে চাইলে দিন, সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক চিফ রিটার্নিং অফিসার/সংশ্লিষ্ট হলের অফিসারের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে। একই ধারার (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সভা/সমাবেশ/শোভাযাত্রা করার অনুমতি অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে নিতে হবে। আচরণবিধি অনুযায়ী সভা-সমাবেশে মাইক ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে কিন্তু শোভাযাত্রা/মিছিলের অনুমতি নেই। আচরণবিধি ৬ ধারার (জ) অনুচ্ছেদে বলা হয়, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় সভা, সমাবেশে ও অডিটরিয়ামে মাইক ব্যবহার করা যাবে। তবে কোনোক্রমেই রাত ১০টার পর মাইক ব্যবহার করা যাবে না। এ বিষয়ে চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মো. জসীম উদ্দিন বলেন, এ বিষয়ে প্যানেল থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। আমরা লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেব।

সংগ্রাম

কাল ডাকসুর ভোট ॥ গুজবে কান না দিয়ে ভোটকেন্দ্রে আসার আহ্বান কমিশনের

প্রচারণার শেষ দিনে প্রার্থী ও সমর্থকদের ব্যস্ততা

ভোট উৎসবমুখর করতে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ

গতকাল রোববার ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণায় ব্যস্ত বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভিপি প্রার্থী সাদেক কায়েম -সংগ্রাম

গতকাল রোববার ডাকসু নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত আবিদ-=হামিদ-মায়েদ পরিষদ ও হল সংসদ পরিষদের শপথ পাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় -সংগ্রাম

স্টাফ রিপোর্টার : আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন। এজন্য গতকাল রোববার প্রচারণার শেষ দিন ছিল। তাই নিজেদের পক্ষে সমর্থন আদায়ে শেষ সময়ে ব্যস্ত ছিলেন প্রার্থী ও সমর্থকরা। শিক্ষার্থীরাও দিয়েছেন আশার বাণি। গণসংযোগ, মিছিল ও শপথ অনুষ্ঠানসহ সব জায়গাতেই নিজেদের প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছেন প্রার্থীরা।

গতকাল রোববার ঢাবি ক্যাম্পাসের টিএসসি চত্বর, মধুর ক্যান্টিন, আর্টস ফ্যাকাল্টি, মল চত্বর, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ও গণগ্রন্থাগারসহ সব জায়গায় ছিল শিক্ষার্থীদের জটলা। সেখানে তাদের কাছে লিফলেট বিতরণ করেছেন বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থী ও সমর্থকরা। আর সাধারণ শিক্ষার্থীদের আড্ডায় আলোচনার প্রধান উপজীব্য ছিল ডাকসু নির্বাচন। কে হচ্ছেন ডাকসুর আগামী দিনের ভিপি, তা নিয়ে কষছেন নানা হিসাব-নিকাশ।

এদিকে কোনো ধরনের গুজবে কান না দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভোটকেন্দ্রে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এই নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। গতকাল রোববার বিকেলে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয়ের সামনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে অধ্যাপক জসীম উদ্দিন এ আহ্বান জানান। ব্রিফিংয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, কাজী মারুফুল ইসলাম, এস এম শামীম রেজা, সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীরও কথা বলেন।

প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা জসীম উদ্দিন বলেন, 'গুজব একটি সামাজিক ব্যাধি। কোনো ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু চারদিকে গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের গুজব হতে পারে–অমুক প্রার্থী চলে গেছে, অমুক প্রার্থী আরেকজনকে সমর্থন করছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচনকে ঘিরে কোনো ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। অধ্যাপক জসীম উদ্দিন বলেন, 'নির্বাচন নিয়ে কোনো গুজব ছড়ালে সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয়ের যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ, ওয়েবসাইটে খোঁজ রাখবেন। সঠিক তথ্য জানতে চাইলে আমাদের কাছে আসবেন। কোনো গুজবে কান দেবেন না।

নকল পরিচয়পত্র বানানো হচ্ছে জানিয়ে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, নকল পরিচয়পত্র তৈরি করে ভোটের লাইনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে আমাদের কাছে সংবাদ আসছে। তাদেরকে প্রতিহত করতে পরিচয় নিশ্চিত করে ভোটকেন্দ্রে ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কেউ ধরা পড়ে, তাকে সরাসরি পুলিশে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে বৈধ ভোটাররা নির্বিঘ্নে তাদের ভোট দিতে পারবেন। ভোটকেন্দ্রে বুথ সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে জানিয়ে অধ্যাপক জসীম উদ্দিন বলেন, বুথ সংখ্যা নিয়ে নির্বাচনের বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে শঙ্কা ছিল। আগে ৮ কেন্দ্রে ৭১০ বুথ ছিল। পরে সেটি বাড়িয়ে ৮১০ করা হয়েছে, যাতে আবাসিক-অনাবাসিক ভোটারদের কোনোভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হতে না হয়।

রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে ভোট চাওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, 'আমাদের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের কোনো তথ্য কাউকে সরবরাহ করিনি। আমরা এমন অভিযোগ আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দপ্তরে খোঁজ নিয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভিত্তিক গ্রুপ, বিভিন্ন সংগঠনে যুক্ত থাকে। সেখান থেকে ফোন নম্বর আদান প্রদান হয়ে থাকতে পারে। এর সঙ্গে কমিশনের কোনো সম্পর্ক নেই।

ব্রেইল পদ্ধতিতে ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে উল্লেখ করে রিটার্নিং কর্মকর্তা সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর বলেন, 'যেসব শিক্ষার্থীর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং যাঁরা ব্রেইল পড়তে পারেন, তাঁদের জন্য প্রথমবারের মতো আমরা ব্রেইল পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার ছাপিয়েছি।

আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক গোলাম রব্বানী বলেন, 'প্রচার শুরুর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যতগুলো আচরণবিধিসংক্রান্ত অভিযোগ পেয়েছি, সব কটির বিষয়েই আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এর মধ্যে কোনোটিতে মৌখিক, কোনোটিতে মুঠোফোনে সতর্ক করেছি। আবার কোনোটি লিখিত আকারে সতর্ক করেছি। পাশাপাশি দুটি ঘটনায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

(৯-এর পৃষ্ঠার ১ কলাম)

প্রচারণার শেষ দিনে প্রার্থী

(১ পৃঃ ৪-এর কঃ পর)

গতকাল. জোহরের নামাজের পর সমাজবিজ্ঞান ভবনের সামনে প্রচারণা চালান ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের দোয়া চান। বলেন, ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লব হবে। তিনিও বৈষম্যহীন নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানান। দুপুরে আর্টস বিল্ডিংয়ের সামনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেলের সদস্যরা। এতে উপস্থিত ছিলেন ওই প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, জিএস শেখ তানভীর বারী হামীম ও এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ। তারা শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিকাল ৩টায় গণগ্রন্থাগারের সামনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গণসংযোগ করেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্যানেল বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। একই সময় আর্টস বিল্ডিংয়ের সামনে প্রচারণা চালান ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত ডাকসু ফর চেঞ্জ প্যানেলের বিন ইয়ামীন মোল্লা। দুপুর আড়াইটায় মধুর ক্যান্টিনের সামনে থেকে মিছিলে নেতৃত্ব দেন 'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪' প্যানেলের ভিপি প্রার্থী নাইম হাসান হৃদয়। তারা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অনুষদ প্রদক্ষিণ করেন। এ সময় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা।

অপরদিকে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের উমামা ফাতেমা এবং বাম জোটের প্যানেল প্রতিরোধ পর্ষদের শেখ তাসনিম আফরোজ ইমিও বিভিন্ন আবাসিক হলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চান। শুধু ভিপি প্রার্থীরাই নন, জিএস ও এজিএসসহ সব পদের প্রার্থীরাই শেষ মুহূর্তে নিজেদের পক্ষে প্রচারণা চালান। তারাও নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা নিয়ে আজ রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তিনি এ নির্দেশ দেন। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বৈঠকের বিস্তারিত তুলে ধরেন।

প্রেস সচিব জানান, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, 'ডাকসু নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। পতিত ও পরাজিত ফ্যাসিবাদী শক্তি যখন দেখছে দেশ নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং জুলাইয়ের হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে জড়িতদের বিচার যত দ্রুততর হচ্ছে, তারা তত বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এটি কেবল আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু। তারা দেশের সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করার জন্য সকল শক্তি নিয়ে মাঠে নামছে।

শফিকুল আলম জানান, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, দেশের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কাউকে ন্যূনতম ছাড় দেওয়া হবে না। সরকার মনে করে দেশের স্বার্থে জনগণের সঙ্গে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ থাকা অপরিহার্য।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

খবরের কাগজ

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ব্যালট বাক্সগুলো রাখা হয়। এগুলো এখান থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হবে খবরের কাগজ

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় গতকাল প্রচার চালান স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা ও জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া খবরের কাগজ

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বর এলাকায় গতকাল প্রচার চালান ছাত্রদলসমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান খবরের কাগজ

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সামনে গতকাল প্রচার চালান ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম খবরের কাগজ

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে গতকাল প্রচার চালান প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু খবরের কাগজ

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে থেকে গতকাল প্রচার মিছিল করেন অপরাজেয় ৭১ অদম্য ২৪ প্যানেলের প্রার্থীরা খবরের কাগজ

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Bangladesh Today

Curtain falls on int'l short film fest at Dhaka University

The 16th edition of the International Inter-University Short Film Festival (IIUSFF), organized by the Dhaka University Film Society (DUFS), has ended on Tuesday at the Teacher-Student Centre (TSC), University of Dhaka (DU).

The three-day festival started on 31 August, says a press release.

Since 2007, the Dhaka University Film Society has been organizing the annual festival with the aim of encouraging university-level young filmmakers in the arts of film-making, and providing them with a greater international platform to showcase their talents.

As in previous editions, the 16th edition of the festival has sought to highlight Bangladesh's rich culture and heritage for the world. This year, the theme of the festival is "Talpakha," (traditional handmade Palm-leaf Fan) a simple yet integral element of Bengali culture. The entire TSC festival venue has been decorated to reflect the spirit and tradition embodied by the palm-leaf fan, a symbol deeply ingrained in the lives of the people of Bengal.

Today, on the final day of the festival, a total of 57 short films, including works by Bangladeshi filmmakers, will be screened in four time slots starting from 10:00AM. The closing and award ceremony will be held at 5:00PM in the TSC Auditorium.

The closing ceremony will be graced by Håkon Arald Gulbrandsen, Ambassador of Norway in Dhaka, and Stefan Liller, resident representative of the United Nations Development Programme (UNDP) in Bangladesh. During the award ceremony, the best films of the festival will be recognized in four main categories. The overall best film of the festival will be given "Zahir Raihan Best Short Award." The best emerging Bangladeshi filmmaker will be awarded with "Tareque Masud Best Emerging Award." Two best films addressing climate issues will get "Best One Earth Short" award. Best one-minute film will get "Best One Minute Short" award. In addition, several films will receive Honourable Mentions across multiple categories.

On the second day of the festival, selected films were screened for general film enthusiasts. At 4:30PM, a discussion session titled "Independent Films and Contemporary Market Trends" was held as part of the IIUSFF Talks segment.

This year, the festival received around 1,438 short film submissions from over 70 countries. The Royal Norwegian Embassy in Dhaka and UNDP Bangladesh are the festival partners, while Star Cineplex is the screening partner for this edition.